রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৬ সনের ৫০ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর, ১৫, ২০১৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৬৫—৯৭৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৪৭৯—১৫০৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৬১—২৬৩
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	৬৭—৭৭
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৩৭—১৫৪৭
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ আশ্বিন ১৪২৩/২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.১২০.০৪(অংশ)১৩৪২—যেহেতু, জনাব মজিবর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ৫ এপ্রিল, ২০১৫, ৮-১৩ এপ্রিল, ২০১৫, ১৬-২০ এপ্রিল, ২০১৫, ২৭-৩০ এপ্রিল, ২০১৫, ৪-৩১ মে, ২০১৫, ১-১০ জুন ২০১৫, ১৬-২৩ জুন, ২০১৫, ২৫-৩০ জুন ২০১৫ এবং ১-১৬ জুলাই, ২০১৫ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং উক্ত দিনগুলোতে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরের জায়গায় অনুপস্থিতি চিহ্নিত করা হয় এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে হাজিরা খাতায় অনুপস্থিতি চিহ্নের উপর তিনি স্বাক্ষর করেন;

যেহেতু, তার এহেন কার্যকলাপ 'সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫'-এর বিধি-৩ (বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় এ মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৮-২০১৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১১০.০০.১২০.০৪-৯৮৮ সংখ্যক পত্রে তাকে প্রাথমিকভাবে কারণ দর্শানো হয় এবং উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ০৫-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.১২০.০৪-১৪২৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ১৯-১১-২০১৫ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি চান এবং সে অনুযায়ী ০৬-১২-২০১৫ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং বিবেচ্য মামলায় গুরুদণ্ড প্রদানের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধি অনুযায়ী অভিযোগ তদন্তের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোঃ এনামুল হক-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৭-০১-২০১৬ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করেছেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করে প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(বি) বিধিতে বর্ণিত "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১১-০২-২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১১০.০০.১২০.০৪(অংশ)-২৫০ সংখ্যক স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড প্রদানের পূর্বের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহল রাখা হয় এবং সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামার্শকরণ) রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন অনুযায়ী উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মজিবর রহমানকে "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেছেন;

সেহেতু, জনাব মজিবর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে 'সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগ দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(৩)(বি) বিধি মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" প্রদান করা হলো। বিধি মোতাবেক তিনি অবসরকালীন সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারুক আহমেদ
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৩/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২.১৬-৫২৯—যেহেতু, জনাব তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া (১৫৯৯৫), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কানাইঘাট, সিলেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিলেট সদর, সিলেট হিসেবে কর্মকালে যাচাই-বাছাই না করে বিধি-বর্হিভূতভাবে সিলেট মিউনিসিপ্যালিটি মৌজার জেল.এল.নং-৯১ এর এস.এ. ১৪৪৯ নং খতিয়ানভুক্ত এস.এ ১০২৮২ দাগের দেবোত্তর সম্পত্তি ১৫৫৯/২০১১-২০১২ ও ১৫৬০/২০১১-২০১২ নং নামজারি কেসমূলে ব্যক্তি নামে নামজারি ও জমা-খারিজ অনুমোদন করেন। উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গত ২৬-০৭-২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০২. ১৬-৪০৭ নম্বর স্মারকযোগে তাঁর কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জনতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৯-০৮.২০১৬ তারিখ তাঁর লিখিত জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে গত ২৮-০৯-২০১৬ তারিখ তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জানান, তাঁর যোগদানের প্রথম দিন উল্লিখিত নামজারি মামলা দুটি দায়ের করা হয়েছিল। উক্ত ভূমি তাঁর যোগদানের পূর্বেই ৯১২৬/IX-I/২০১০-১১ নং নামজারি কেসের মাধ্যমে ব্যক্তিনামে নামজারিপূর্বক ১২৯০১ নং ব্যক্তি মালিকানাধীন খতিয়ান খোলা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারমতে নামজারি থেকে নামজারির ক্ষেত্রে নামজারি খতিয়ান ছাড়া অন্য কাগজাদি যাচাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। এছাড়া সরেজমিনে তদন্তে উক্ত ভূমি ভিপি, দেবোত্তর বা খাস নয় মর্মে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও কানুনগো-এর নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং ইতঃপূর্বেই ভূমিটি ব্যক্তি মালিকানাধীন খতিয়ান হতে আগত হওয়ায় সরল বিশ্বাসে তিনি উক্ত নামজারি করেন উল্লেখ করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তিনামে নামজারি করার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য। একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে তিনি যাচাই-বাছাই না করে দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তিনামে নামজারি করার দায় এড়াতে পারেন না। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসেবে তাঁর যোগদানের প্রথম কার্যদিবসেই নামজারি কেস নং-১৫৫৯/২০১১-২০১২ ও ১৫৬০/২০১১-২০১২ দায়ের হয়েছিল দেখা যায়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও কানুনগো-এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সরল বিশ্বাসে নামজারিটি সম্পন্ন করেন মর্মে দাবি করেছেন। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও কানুনগো-এর বিরুদ্ধে বর্তমানে বিভাগীয় মামলা চলমান বলে নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার নিকট হতে জানা যায়;

সেহেতু, জনাব তারেক মোহাম্মদ জাকারিয়া (১৫৯৯৫), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কানাইঘাট, সিলেট ও প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিলেট সদর, সিলেট-কে নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর চাকরি জীবনের স্বল্প অভিজ্ঞাতা এবং সরল বিশ্বাসে কৃতকর্ম ইত্যাদি বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(২)(বি) বিধির অনুসরণক্রমে বিধি ৪(২)(এ) অনুযায়ী "তিরস্কার (Censure)" সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৩/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৯.১৫(বিমা)-৪২০—যেহেতু, বেগম ফাহিমা ইয়াসমিন (৫৭৮০), সিনিয়র সহকারী সচিব হিসেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন শাখার দায়িত্ব পালনকালে গত ০২-০৮-২০১৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। তার ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর ০১৮৩০৫৫৫৭৩১-এ ফোন করলে তিনি তা রিসিভ করেননি এবং উক্ত ফোনে প্রেরিত মেসেজ-এরও কোন উত্তর দেননি। গত ০৮-১১-২০১৫ তারিখ তার বর্তমান ঠিকানায়

তার অনুপস্থিতির বিষয়ে কারণ দর্শাতে বলা হলে এবং ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দেয়ার জন্য বলা হলেও তিনি তার জবাব না দিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য করেছেন। তার বর্তমান ঠিকানায় অফিসের একজন কর্মচারীকে পাঠালে বাসার কেয়ার টেকার লিখিতভাবে জানান যে, "তিনি গত তিন মাস যাবৎ নেই এবং তার কোন প্রতিনিধি নেই"। ইতঃপূর্বেও তিনি প্রায়শঃই কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকেছেন যাতে এটি তার অভ্যাসগত মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩. ২৭.০০৯.১৫(বিমা)-৭৬ নম্বর স্মারকমূলে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল না করায় অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক জনাব এ বি এম আবদুল ফাত্তাহ (৫২২৭), যুগ্মসচিব (উন্নয়ন অধিশাখা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ৩১-০৮-২০১৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম ফাহিমা ইয়াসমিন (৫৭৮০), এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়াও তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা ০২-০৮-২০১৫ হতে ২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৬ মাস ২০ দিন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন মর্মে তদন্তকারী কর্মকর্তা উল্লেখ করেছেন;

সেহেতু, বেগম ফাহিমা ইয়াসমিন (৫৭৮০), সিনিয়র সহকারী সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "ডিজারশন (Desertion)" এর অভিযোগ তদন্তে সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(বি) বিধি মোতাবেক তার "২(দুই) টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির তারিখ থেকে ২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত (Withholding of two increments for two years from next increment date)" রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হল। দুই বৎসরের জন্য ২ টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিতকরণ ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং ভবিষ্যতে কোন বকেয়া দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। তার অনুপস্থিতকাল বিগত ০২-০৮-২০১৫ হতে ২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ০৬ মাস ২০ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে গণ্য করা হবে।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
শাখা-১ (প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১০ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৬.২৭.০৭৮.১৫-১১৩৪—যেহেতু, আগস্ট ২০১৪ মাসে অনুষ্ঠিত কর বিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষায় ঢাকা কেন্দ্রের খাতা ও নম্বর পরিবর্তন এবং নতুনভাবে উত্তরপত্র লেখা ইত্যাদি জালিয়াতির বিষয় তদন্তের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন) জনাব রণজিৎ কুমার এবং দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন) জনাব মোঃ শামসুদ্দীন-কে নিয়ে ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আগস্ট ২০১৪ মাসে অনুষ্ঠিত কর বিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষায় ঢাকা কেন্দ্রের খাতা ও নম্বর পরিবর্তন এবং নতুনভাবে উত্তরপত্র লেখা ইত্যাদি কারণে সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-৩) এর প্রতিস্থাপক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-২), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে দায়ী করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-২), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত স্ব উদ্যোগে কর বিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৪ বাতিল করেছেন।

যেহেতু, তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কর বিভাগের বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৪ বাতিলের পত্র জারি করায় তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৮-০৩-২০১৫ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০১.০৭.০১৫. ১৪০ নম্বর স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা জারি করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক প্রদত্ত উক্ত অভিযোগনামার (প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ) জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব জালাল উদ্দিন আহম্মেদ, প্রথম সচিব (শুল্ক ও ভ্যাট প্রশাসন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকাকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক কর্তৃক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বিভাগীয় পরীক্ষা বাতিলের পত্র জারির দালিলিক তথ্য প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে কেন তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" অথবা অন্য কোন দণ্ড প্রদান করা হবে না তদমর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৪-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৮.০১.০০০০.০০১.০৭.০১৫.১৫.৫১৩ নম্বর স্মারকমূলে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক গত ০৩-০৯-২০১৫ তারিখের জবাবে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের কোন সন্তোষজনক জবাব প্রদান করতে পারেননি;

যেহেতু, উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে কোন সন্তোষজনক বক্তব্য প্রদান করতে না পারায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(৭) অনুযায়ী জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে গুরুদণ্ড হিসেবে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী

সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত অথবা অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মতামত চাওয়া হলে কমিশন ১৬-০৮-২০১৬ তারিখের ৮০.১০৪.০৩৪.০০.০০.০০১.২০১৬/১৫২ নম্বর স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক (Compulsory Retirement)" দণ্ড প্রদানের বিষয়ে মাতমত প্রদান করেছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, দ্বিতীয় সচিব (কর প্রশাসন-২), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(বি) অনুযায়ী সরকারি চাকুরী হতে বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement)" প্রদান করা হ'ল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪২৩/২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৪৪.০৮.(অংশ)-৭৪১—যেহেতু, বি.সি.এস (কাস্টমস এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার অব কাস্টমস্ (চঃ দাঃ)-কে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ হতে যুক্তরাজ্যের (Coventry University তে Master of Business Administration কোর্সে অধ্যয়নের জন্য বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ১৯৫ অনুযায়ী ১৫-০১-২০১৩ হতে ১৪-০১-২০১৪ পর্যন্ত শিক্ষা ছুটি এবং ১৫-০১-২০১৪ হতে ১৪-০৩-২০১৪ পর্যন্ত বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি (অর্জিত ছুটি) মঞ্জুর করা হয়। শিক্ষা ছুটির শর্তানুযায়ী কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও তিনি ছুটি শেষে নির্দিষ্ট সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তন না করে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে বিধি বহির্ভূতভাবে বিদেশে অবস্থান করায় এবং সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অর্জন করায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-১১ মোতাবেক ১৫-০৩-২০১৪ তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার অব কাস্টমস্ (চঃ দাঃ) তার অনুকূলে মঞ্জুরকৃত শিক্ষা ছুটির শর্তানুযায়ী ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করায় এবং দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে "বেস্ট লজিষ্টিক লিঃ" নামে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং নামক প্রতিষ্ঠানের ৭৫% এর মালিকানা অর্জন, অবৈধ অর্থে একাধিক ফ্লাট ক্রয়, সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও দুবাই ও লন্ডনে ব্যবসা পরিচালনা, জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থে এফডিআর ও সঞ্চয়পত্র ক্রয় সম্পর্কিত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩ এর (বি), (সি) ও (ডি) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ', 'ডিজারশন' ও দুর্নীতিপরায়ণ' এর অভিযোগ আনয়ন করে ১৯-১১-২০১৪ তারিখের ৬৬৩ নম্বর স্মারকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগনামা গঠন করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশ ও অভিযোগ বিবরণী তাঁর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় এবং জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার অব কাস্টমস্ (চঃ দাঃ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের মাধ্যমে বেস্ট লজিষ্টিক লিঃ নামক ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং প্রতিষ্ঠানের ৭৫ শতাংশ মালিকানা অর্জন এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত অর্থে এফডিআর ক্রয় এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে জনাব এম. হাফিজুর রহমান-সহ ৪ টি যৌথ হিসাব, ২০১১-১২ তে ৫ টি যৌথ হিসাব, ২০১২-১৩ তে ৫ টি যৌথ হিসাব, ২০১৩-১৪ তে ৪ টি যৌথ হিসাব এবং ২০১৪-১৫ তে ১ টি যৌথ হিসাব অপ্রদর্শিত থাকার দালিলিক তথ্য তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করে। এছাড়া শিক্ষা ছুটির শর্ত ভঙ্গ করে অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থানের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা বিচারাধীন থাকায় এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি কোন মতামত প্রদান করেনি;

যেহেতু, তদন্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এম. হাফিজুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(ডি) তে বর্ণিত 'দুর্নীতিপরায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ তাঁকে একই বিধিমালার ৭(৬) অনুযায়ী তাঁকে কেন সরকারি চকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হবে না, তার লিখিত জবাব প্রদানের জন্য ৩০-১২-২০১৫ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। উক্ত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে গত ০৮-০২-২০১৬ তারিখে এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার অব কাস্টমস্ (চঃ দাঃ) বেস্ট লজিস্টিক নামে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং প্রতিষ্ঠানের মালিকানা অর্জনের বিষয়টি এবং তার মা, স্ত্রী ও বন্ধুর নামে আলাদা আলাদা এফডিআর এবং তা সংশ্লিষ্টদের আয়কর নথিতে উল্লেখ রয়েছে মর্মে স্বীকার করেন। এতে তাঁর জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের বিষয়টি দালিলিকভাবে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, উপরিউক্ত বর্ণনার আলোকে এবং দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে অসত্য তথ্য প্রদান করায় জন্য জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার অব কাস্টমস (চঃ দাঃ)-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ হতে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় (বিপিএসসি)-এর মতামত চাওয়া হলে কমিশন ৩১-০৭-২০১৬ তারিখের ৮০.১০৪.০৩৪.০০.০০.০০৬.২০১৬/১৪৪ নম্বর স্মারকে উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরী হতে বরখাস্তের প্রস্তাব মহমান্য রাষ্ট্রপতি গত ০৮-০৯-২০১৬ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব এম. হাফিজুর রহমান, কমিশনার অব কাস্টমস (চঃ দাঃ)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৪(৩)(ডি) অনুযায়ী সরকারি চাকুরী থেকে ১৫-০৩-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪২৩/২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ০৯.৫১২.০২৪.০১.০২.০২৬.২০১৫-১৫৩—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সংগে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িতব্য "BAN (P45203-006): Natural Gas Infrastructure and Efficiency Improvement Project"-শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে লোন নেগোসিয়েশনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রতিনিধিদল গঠন করা হলো।

(ক)	জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ	যুগ্ম-সচিব (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	দলনেতা
(খ)	জনাব নাসিমা মহসিন	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য
(গ)	জনাব মোঃ মইনুল কবির	উপ-সচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(ঘ)	জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী	উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ)	জনাব মোঃ মোকাম্মেল হক	উপ-সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
(চ)	জনাব মোঃ আমিনুজ্জামান	পরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (প্রেট্রোবাংলা), ঢাকা	সদস্য
(ছ)	প্রকৌঃ মোঃ কামরুজ্জামান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	সদস্য
(জ)	জনাব মোঃ মাহবুব ছরোয়ার	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)	সদস্য
(ঝ)	জনাব মাছুমা আকতার	সিনিয়র সহকারী প্রধান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য
(ঞ)	জনাব তাহমিনা তাছলীম	সিনিয়র সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর ঢাকা	সদস্য
(ট)	জনাব মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া	উপ-সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা	সদস্য

২। নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থান ঃ

তারিখ	সময়	স্থান
০৩-০৪ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ	সকাল ১০.০০ টা থেকে শুরু	এডিবি'র বাংলাদেশ আবাসিক মিশন,আগারগাঁও, ঢাকা

৩। উপরে বর্ণিত লোন নেগোসিয়েশন প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাঃ অলিউল্লাহ মিয়া
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ: ২৫ সপ্টেম্বর ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-১৯৭/৮০-৪৯৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব হারুনুর রশিদ, পিতা-আবদুল অদুদ, মাতা-শামিমা নাসরিন, গ্রাম-শাকচর ৯ নং ওয়ার্ড, ডাকঘর-জে,এম, হাট, উপজেলা-লক্ষীপুর সদর, জেলা-লক্ষীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লক্ষীপুর জেলার সদর উপজেলার ১৬ নং শাকচর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-১৭/৮২-৪৯৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মাসুম বিল্লাহ্, পিতা-মৃত এ.এন.করিম, মাতা-শাহিনা বেগম, গ্রাম-গোয়াল গ্রাম, ডাকঘর-গোয়াল গ্রাম, উপজেলা-কাশিয়ানী, জেলা-গোপালগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-০৫/২০০২-৫১৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ আবদুর রউফ, পিতা-মোঃ আশ্রাফ উদ্দিন, মাতা-মোছাঃ রাবিয়া খাতুন, গ্রাম-দত্তপাড়া, ডাকঘর-ঈশ্বরগঞ্জ, উপজেলা-ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা-ময়মনসিংহ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার ১ ও ২ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৩ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-৩২/২০১৪-৫১৮—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব শ্রী দিপু রঞ্জন দাস, পিতা-মৃত যোগেশ চন্দ্র দাস, মাতা-সাবিত্রী রানী দাস, গ্রাম-ডুমরা, ডাকঘর-গুঙ্গিয়ার গাঁও, উপজেলা-শাল্লা, জেলা-সুনামগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-১৯/৯৮-৫০৫—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (মোঃ কামরুজ্জামান খান, পিতা-মোঃ আনিসুর রহামন, মাতা-মুসলিমা বেগম, গ্রাম-বিরোপাড়া, ওয়ার্ড নং ০৯, ডাকঘর-গোপালপুর-৬৪২০, উপজেলা-লালপুর, জেলা-নাটোর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নাটোর জেলার গোপালপুর পৌরসভার জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৪ অক্টোবর ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-১২৯/৭৮-৫১৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (মোঃ জহিরুল ইসলাম, পিতা-মোঃ নুরুল ইসলাম, মাতা-রাজিয়া খাতুন, গ্রাম-চরবাঘুয়া, ডাকঘর-সিংঙ্গুয়া, ইউনিয়ন-ঘাগটিয়া উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার ৫ নং ঘাগটিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

জি,এম, নাজমুছ শাহদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ০২ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-২০/২০১৬-৫৭৩—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে খুলনা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান, পিতা-মরহুম মোঃ মনিরুজ্জামান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে সকার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল :

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তরিখ: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ২২.০০.০০০০.০৮১.১৪.০১৩.১৫/৩৯০—পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তাবায়নাধীন "বাংলাদেশের পাঁচটি উপকূলীয় জেলায় বনায়ন" প্রকল্পের প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর

(৩) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

(৪) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(৫) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

(৬) উপপ্রধান, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(৭) প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৮) প্রতিনিধি, ভূমি মন্ত্রণালয়

(৯) প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়

(১০) প্রতিনিধি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১১) প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১২) প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

(১৩) প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১৪) প্রতিনিধি, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(১৫) প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

(১৬) সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান, সংশ্লিষ্ট শাখা

সদস্য-সচিব

(১৭) প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যাদি নিরসনকল্পে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(খ) প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান;

(গ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিইসি)-কে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঘ) কমিটি বছরে অন্তত: তিন বার সভা করবে। প্রয়োজনে সভাপতি যে কোন সময় সভা আহবান করতে পারবেন;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাহান আরা
সিনিয়র সহকারী প্রধান।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ ভাদ্র ১৪২৩/০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ৪২.০০.০০০০.০৩১.০৬.১৬.০৩৩.১৬-৭৩৫—মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদের ০৫-০৫-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ৯.২ মোতাবেক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং ৪২.০৩৭.০০.০০.১৬২.০২২.২০১২-৬২২; তারিখ: ২-৮- ২০১৫ এর মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপদেষ্টা পরিষদ বিলুপ্ত করিয়া বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমির উন্নয়নে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন জাতীয় কমিটি গঠন করা হইল :

চেয়ারপারসন

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সদস্য

(খ) মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

কো-চেয়ারপারসন

(গ) মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(ঘ) মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(ঙ) মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

(চ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(ছ) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(জ) মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

(ঝ) মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঞ) মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

(ট) মাননীয় মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ঠ) মাননীয় মন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(ঠ-১) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(ড) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট হাওর এলাকার ৩(তিন) জন মাননীয় সংসদ সদস্য

(১) জনাব এম এ মান্নান, মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৩

(২) বেগম রেবেকা মমিন, মাননীয় সংসদ সদস্য, নেত্রকোনা-৪

(৩) জনাব শেখ হেলাল উদ্দীন, মাননীয় সংসদ সদস্য, বাগেরহাট-১

(ঢ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ

(১) ড. আইনুন নিশাত, অধ্যাপক, এমিরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

(২) ড. উম্মে কুলসুম নাভেরা, অধ্যাপক, পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট

(ণ) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন মৎস্য বিশেষজ্ঞ

(১) ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ, অধ্যাপক, ফিসারিজ এণ্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) ড. মোঃ আবদুল ওয়াহাব, অধ্যাপক, মৎস্য অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ

(১) ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, স্কুল অব ইকোনোমিকস

(২) ড. এ আতিক রহমান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্ট্যাডিস

সদস্য-সচিব

(থ) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২। এই কমিটি প্রতি ছয় মাসে একবার সভায় মিলিত হইবেন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৩। জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৩/০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ৪২.০৩৫.০১৪.০২.০১.১০৩.২০১৬-২৩৫—বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়নাধীন "রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা, সমাধান ও সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৩) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(৪) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন-১), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৫) যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৬) যুগ্ম-প্রধান (সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন

(৭) উপ-সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৮) উপ-প্রধান-২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(৯) চীফ মনিটরিং, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(১০) প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(১১) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(১২) কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(১৩) প্রকল্প পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

সদস্যবৃন্দ

(১৪) সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১৫) নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট)

কমিটির কার্যপরিধি :

- প্রকল্পের সার্বিক বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা/ পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা সমাধানে দিক নির্দেশনা;
- কমিটি প্রতি তিন মাসে অন্তত একবার সভা আহ্বান করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাবে;
- বিবিধ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন
উপসচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
পায়রা বন্দর শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তরিখ: ২২ ভাদ্র ১৪২৩/০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং ১৮.০০.০০০০.০১৬.১১.০০২.১৪-১৭০—"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩" এর ৭(৩) ধারা মোতাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতিকুল হককে ০২(দুই) বছরের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ডের খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

নং ১৮.০০.০০০০.০১৬.১১.০০২.১৪-১৭১—"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩" এর ৭(৩) ধারা মোতাবেক অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসানকে ০২(দুই) বছরের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ডের খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

নং ১৮.০০.০০০০.০১৬.১১.০০২.১৪-১৭২—"পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩" এর ৭(৩) ধারা মোতাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব এ এস এম মামুনুর রহমান খলিলীকে ০২(দুই) বছরের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ডের খণ্ডকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জাজরীন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে]

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(টিও-২ অধিশাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ আশ্বিন, ১৪২৩/০৩ অক্টোবর ২০১৬

নং **বাম/টিও-২/এ-৪৯/৮৯/২৩৫**—লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ সংগঠনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের টিও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন; যার লাইসেন্স নং IC-50/72/32, তারিখ: 13-06-1972;

যেহেতু, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ এর কোন কার্যক্রম বিধি মোতাবেক পরিচালিত না হওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং ১৫৮৯/৯৪ এর প্রেক্ষিতে উদ্ভুত দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ৪২/০২, মিস মোকদ্দমা নং ৩৩/০৬ এবং সর্বশেষ মিস মোকদ্দমা নং ৮৯৯/০৭ মামলাসমূহ খারিজ হয়েছে;

যেহেতু, মহামান্য আদালতে দায়েরকৃত সর্বশেষ মিস মোকদ্দমা ৮৯৯/০৭ এর বিগত ০৫-০৫-২০১১ তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ এর লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না তৎমর্মে গত ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো হলে গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক মর্মে বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ এর বিগত ২০১৩-২০১৪ সনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়েছে কিনা গত ১৫-০৯-২০১৬ তারখের দাখিলকৃত জবাবে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। তাছাড়া বিগত ২০১৩-২০১৪ মেয়াদী দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সংক্রান্ত দাখিলকৃত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের তারিখ ০৮-০৪-২০১৩ নির্ধারিত থাকিলেও ০৫-০৪-২০১৩ তারিখে অর্থাৎ নির্ধারিত তারিখের ৩ দিন পূর্বেই নির্বাচিত সদসবৃন্দের তালিকাসহ ফলাফল প্রকাশ করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় সংগঠনটির নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্যাদি ত্রুটিপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, ২০১৫-২০১৬ মেয়াদের নির্বাচন সম্পন্নে তথ্যাদি ২৪-০৩-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রায় দেড় বছর পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা ডাইরি নং ৫৩০৩, তারিখ ২৬-০৯-২০১৬ মূলে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত হয় এবং তা বিধি সম্মত হয়নি;

যেহেতু, সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর বিধান প্রতিপালন এবং সংগঠনটির সংঘস্মারক ও সংঘবিধির আদর্শ ও উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ৪ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১১ বিধি অনুযায়ী লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ এর অনুকূলে ১৩-০৬-১৯৭২ তারিখে প্রদত্ত টিও লাইসেন্স নং IC-50/72/32 এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

মোঃ আবদুল মান্নান
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
যুগ্ম-সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

পর্যটন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং **৩০.০১৫.০১৮.০০.০০.০২৫.২০০৩-৩০১**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আয়কর) জনাব এনায়েত হোসেন এর স্থলে চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, জনাব মোঃ নজিবুর রহমান-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

নং **৩০.০১৫.০১৮.০০.০০.০২৫.২০০৩-৩০২**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব, জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান এর স্থলে বর্তমান অতিরিক্ত সচিব স্বপন কুমার সরকার-কে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিলেন।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সামিহা ফেরদৌসী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৯ আগস্ট ২০১৬

নং **৩০.০০.০০০০.০১৭.০৬.০১৬.১৪-৬০৫**—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, মহোদয়ের সভাপতিত্বে পবিত্র হজ্জ ২০১৬ উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গত ২৭-০৮-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৬ সালের হজ্জে পরবর্তী প্রতিটি ফ্লাইটে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী পেরণসহ সকল হজ্জ যাত্রীর সৌদি আরব প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তন নির্বিঘ্নে সম্পাদনের কাজ সমন্বয়ের জন্য নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) জনাব আবুল হাসনাত মোঃ জিয়াউল হক, অতিরিক্ত সচিব (বিমান ও সিএ), এ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি

(৩) পরিচালক (হজ্জ অফিস), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(৪) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিডেটের প্রতিনিধি

(৫) সৌদি এরাবিয়ান এয়ারলাইন্স এর প্রতিনিধি

(৬) হজ্জ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর সভাপতি

(৭) এসোসিয়েশন অব ট্রাভেলস এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব) এর সভাপতি

(৮) বিজনেস অটোমেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২। **কার্যপরিধি ঃ**

(ক) ২০১৬ সালের হজ্জে পরবর্তী প্রতিটি ফ্লাইটে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী পেরণসহ সকল হজ্জ যাত্রীর সৌদি আরব প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তন নির্বিঘ্নে সম্পাদনের কাজ সমন্বয়করণ;

(খ) কমিটি প্রতিদিন বিকাল ০৫.৩০ টায় মতিঝিলস্থ বিমান অফিস/আশকোণাস্থ হজ্জ অফিসে সভায় মিলিত হবেন;

(গ) কমিটিকে তাদের কার্যক্রমের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দৈনিক প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে;

(ঘ) কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে অবহিত করতে হবে;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং **৩০.০০.০০০০.০১৭.০৬.০১৬.১৪-৬৩৮**—হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যাত্রী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২১-০৮-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত (নং-১৩) অনুযায়ী উক্ত বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার কারণে এ বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নিরূপণের লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

(১) জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, এ মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

(২) বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি

(৩) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিডেটের প্রতিনিধি

(৪) কাস্টম হাউস, ঢাকা এর প্রতিনিধি

(৫) এপিবিএন এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৬) বেগম নিলুফার জেসমিন খান, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিমান শাখা), এ মন্ত্রণালয়।

২। কার্যপরিধি ঃ

(ক) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো ভিলেজে দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনার কারণ খতিয়ে দেখা এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব নিরূপণ;

(খ) কমিটি আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে ;

(গ) কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ প্রজ্ঞাপন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নিলুফার জেসমিন খান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১০ আশ্বিন ১৪২৩/২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং **৩১.০০.০০০০.০৩৬.৩৪.০৪০.১২-২২৯**—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বতলিপি চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বালিয়াখালী	২২	ডুমুরিয়া	খুলনা
২	টালিয়ান	১৪৯	,,	,,
৩	হুলা	১৮৯	,,	,,
৪	পোদখালী	১৯০	,,	,,
৫	রাজিবপুর	৭৫	,,	,,
৬	তেঁতুলতলা	১৮০	,,	,,
৭	বকুলতলা	২৮	পাইকগাছা	,,
৮	হাউলী	৩০	,,	,,
৯	ভেটকা	৩৯	,,	,,
১০	চোরাডাঙ্গা বুরণপুর	৫২	,,	,,
১১	চকভরভরিয়া	৫৮	,,	,,
১২	রাধানগর	১৩৮	,,	,,
১৩	হোগলাচর	১৬৬	,,	,,
১৪	নাওদাড়ী	১৫	ফুলতলা	,,
১৫	জাবুসা	১৬	রুপসা	,,
১৬	পৌনে ছয়আনি ডেমা	১৩৬	বাগেরহাট	বাগেরহাট
১৭	আনারডাঙ্গা	১৮৪	,,	,,
১৮	অযোধ্যা	২১	,,	,,
১৯	রাজাপুর	৫৪	,,	,,
২০	চক গুপ্তিরদিয়া	১৭৫	,,	,,
২১	খাল কুলিয়া	৫১	,,	,,
২২	সাতফুলী	১২৪	,,	,,
২৩	বড় বাড়িয়া	২	চিতলমারী	,,
২৪	নগর মান্দ্রা	২৭	,,	,,
২৫	বিশেরখোলা	৬	কচুয়া	,,
২৬	কামারগাতী	১১	,,	,,
২৭	মেছোখালী	১২	,,	,,
২৮	শিয়ালকাঠী	১৩	,,	,,
২৯	বারদাড়িয়া	১৫	,,	,,
৩০	সম্মানকাঠী	৩০	,,	,,
৩১	সহবতকাঠী	৩১	,,	,,
৩২	আড়িয়ামর্দ্দন	৪৫	,,	,,
৩৩	দরিচর মালিপাটন	৫১	,,	,,
৩৪	গোপালপুর	৫৯	,,	,,
৩৫	চর নরেন্দ্রপুর	৬০	,,	,,
৩৬	ছোট কড়াবৌলা	৫০	মোড়েলগঞ্জ	,,
৩৭	মধুরকাটী	৫৬	,,	,,
৩৮	কিসমত বৌলপুর	৫৮	,,	,,
৩৯	গোদাড়া	৮৮	,,	,,
৪০	মুরুলিয়া	৭	রামপাল	,,
৪১	চাড়াখালী	১৫	,,	,,

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪২	বাঁশেরহুলা	৩২	,,	,,
৪৩	প্রসাদনগর	৩৪	,,	,,
৪৪	তুলশির আবাদ	৪৪	,,	,,
৪৫	বড়নবাবপুর	৫৪	,,	,,
৪৬	কাদিরখোলা	৬২	,,	,,
৪৭	ভাগা	৬৪	,,	,,
৪৮	বড়দিয়া	৮১	,,	,,
৪৯	পিত্যে	৯৩	,,	,,
৫০	চাকশ্রী	৯৮	,,	,,
৫১	বাইনতলা	৯৯	,,	,,
৫২	চাউলিয়াকুড়ি	১০০	,,	,,
৫৩	রামনগর	১০১	,,	,,
৫৪	মহিষঘাটা	১০২	,,	,,
৫৫	বুধারডাঙ্গা	১০৩	,,	,,
৫৬	দূর্গাপুর	১০৫	,,	,,
৫৭	কালিকাবাড়ী	১১৭	,,	,,
৫৮	ঝিটকী	৪১	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা
৫৯	শ্রিফলতলা	৩৪	শ্যামনগর	,,
৬০	গুটলীকাটী	৮৬	,,	,,
৬১	জাবাখালী	১১৫	,,	,,
৬২	মাদ্রা	৮৫	আশাশুনী	,,

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ঢাকা বিআরটি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং **৩৫.০০.০০০০.০৪৫.০৫.০০১.১৫-৫৩**—Dhaka Bus Rapid Transit Company Limited (Dhaka BRT) এর Articles of Association (AoA) এবং Memorandum of Association (MoA) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হল ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা	পদবী
১.	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	চেয়ারম্যান
২.	জনাব মুরাদ রেজা, অতিরিক্ত এ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ	পরিচালক
৩.	জনাব মোঃ কায়কোবাদ হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ	পরিচালক
৪.	জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ	পরিচালক
৫.	প্রফেসর ডঃ জেবুন নাসরিন আহমদ, ডীন, স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদ, বুয়েট	পরিচালক
৬.	জনাব ইবনে আলম হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	পরিচালক
৭.	জনাব আলীম উদ্দিন আহমেদ, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	পরিচালক
৮.	জনাব কে এম রাহাতুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন	পরিচালক
৯.	জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম, সহ-সভাপতি, এফবিসিসিআই	পরিচালক
১০.	জনাব কামরুল আবেদীন, এফসিএ, প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি	পরিচালক
১১.	জনাব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ, মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি	পরিচালক
১২.	জনাব এ, কিউ, এম ইকরাম উল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক, জিডিএসইউটিপি (বিআরটি, এয়ারপোর্ট-গাজীপুর), সওজ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুলতানা ইয়াসমীন
উপসচিব।

তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১০ আশ্বিন ১৪২৩/২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০১.১৬-২৬৪**—যেহেতু জনাব মোঃ মোকাদ্দেসুল হক (৬০২১৯৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সুপারিশের প্রেক্ষিতে University of South Florida, USA-তে Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering, Transportation কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত তদানিন্তন সড়ক বিভাগের ২৭-০৭-২০১৪ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.০৬৬. ২০১০-৫৯৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে ০১-০৮-২০১৪ তারিখ হতে ৩১-০৭-২০১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বছরের প্রেষণ (Deputation) প্রচলিত শর্তে মঞ্জুর করা হয় ;

যেহেতু পরবর্তিতে প্রধান প্রকৌশলীর ১০-০৯-২০১৫ তারিখের ৭পি-৫৯/২০১০-১৩১৭-ই সংখ্যক স্মারকে তাঁর প্রেষণ মেয়াদ ০১-৮-২০১৫ হতে ৩০-০৭-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ০৩(তিন) বছরের জন্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে তা যথাযথ যৌক্তিক না হওয়ায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক না মঞ্জুর করে তাঁকে ২৩-১০-২০১৫ তারিখের মধ্যে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ২৩-০৯-২০১৫ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০. ০০.৬৬.২০১০-৭৫২ সংখ্যক স্মারকমূলে নির্দেশনা প্রদান করা হয়;

যেহেতু তিনি উক্ত নির্দেশনা সত্ত্বেও দেশে প্রত্যাবর্তন করেননি এবং গত ০১-০৮-২০১৫ তারিখ হতে অধ্যাবধি কর্মক্ষেত্রে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে গত ২৫-১০-২০১৫ তারিখের ৩৫.০২২.০১৫.০০.০০.৬৬.২০১০-৮২১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু তাঁর উপযুক্ত কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ এবং ডিজারশনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০১/২০১৬ রুজু করা হয়;

যেহেতু উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(সি) অনুযায়ী অভিযুক্ত করে কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না মর্মে বিগত ২৫-০১-২০১৬ তারিখে রেজিস্টার্ড/এডি সহযোগে তাঁর সম্ভাব্য সকল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করত: তা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি কোন জবাব প্রদান করেন নি;

যেহেতু অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক সুলতানা ইয়াসমীন, উপসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তা গত ০১-০৬-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'ডিজারশন' ও 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে কেন উক্ত গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না, সে মর্মে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(৬) মোতাবেক ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য গত ২০-০৬-২০১৬ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ তাঁর দাপ্তরিক, বর্তমান, স্থায়ী ও বৈদেশিক ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব ও তাঁর নিকট হতে পাওয়া যায় নি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর ৬ নম্বর রেগুলেশনের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জনাব মোঃ মোকাদ্দেসুল হক (৬০২১৯৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু জনাব মোঃ মোকাদ্দেসুল হক (৬০২১৯৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন ;

সেহেতু এক্ষণে, জনাব মোঃ মোকাদ্দেসুল হক (৬০২১৯৯), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী {(চঃদাঃ) (সাময়িকভাবে বরখাস্ত)}, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক গত ০১-০৮-২০১৫ তারিখ থেকে চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করার গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১৪ ভাদ্র ১৪২৩/২৯ আগস্ট ২০১৬

নং **প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৬৬/২০১১-৪৫৩**—যেহেতু জনাব মোঃ ছাইয়াদুজ্জামান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভোলা (প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঝালকাঠি)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলার লিখিত জবাব দাখিল করেন;

যেহেতু, তিনি জবাবে ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব মোঃ নবী হোসেন তালুকদার, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

এক্ষণে সেহেতু, জনাব মোঃ ছাইয়াদুজ্জামান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ভোলা (প্রাক্তন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঝালকাঠি)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(এ) মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

নং **প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-২২/২০১৫-৪৫৪**—যেহেতু জনাব দিলীপ কুমার বণিক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩(বি) অনুযায়ী অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব নেছার আহমদ, উপ-সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, মামলার অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্তের জবাব ও মামলার সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সার্বিক বিবেচনায় তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

এক্ষণে সেহেতু, জনাব দিলীপ কুমার বণিক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নীলফামারী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(এ) মোতাবেক উক্ত বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন খালিদ
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-১০ (মাধ্যমিক-১)

অফিস আদেশ

তারিখ, ১৭ আশ্বিন ১৪২৩/০২ অক্টোবর ২০১৬

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০১.১২-৮৬৬**—যেহেতু জনাব মোঃ আসলাম খান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাময়িক বরখাস্তকৃত (প্রাক্তন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, রামু, কক্সবাজার)-কর্মরত থাকা অবস্থায় গর্জনিয়া ইসলামী মাদরাসা ও রামু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মাদরাসায় কর্মরত শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সাথে অশোভন ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। তাছাড়া জেলা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী প্রভা বড়ুয়ার সাথে কুরুচিপূর্ণ ও মারমুখি আচরণ করেছেন। ১৫-০৭-২০১৩ তারিখে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে মদ্যপ অবস্থায় প্রবেশ করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করতে উদ্যত হওয়ার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ উপ-বিধি (বি) অনুসারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৯-২০১৩ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭১.১৪.০০১.১২-৯১৫ নং স্মারক মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। গত ১৩-০৩-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে তিনি অভিযোগের বিপক্ষে যুক্তিসংগত কারণ ও যথাযথ তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। সুতরাং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় তাকে লঘুদণ্ড ও সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আসলাম খান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাময়িক বরখাস্তকৃত (প্রাক্তন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, রামু, কক্সবাজার)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) বিধি (ই) অনুযায়ী তার বেতন স্কেলের নিম্নধাপে অবনমিতকরণ করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে কর্মকাল হিসেবে গণনা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আশ্বিন ১৪২৩/২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬

নং **শিম/শাঃ ১৪/বিবিধ-১১(৯)/২০০৯(অংশ-১)-১৩৫৩**—কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য ১৫-০৪-২০১২ তারিখে ১৭ (সতের) সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। এ কমিশনের সুপারিশের আলোকে 'বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠাকল্পে "বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়। উক্ত আইনের খসড়াটি বর্তমান সময়ের আলোকে অধিকতর উপযোগীকরণের লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ/মতামত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য নিম্নরূপ একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহবায়ক

১. মাওলানা আল্লামা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, পরিচালক, ইকরা বাংলাদেশ।

সদস্যবৃন্দ

২. মাওলানা সুলতান যওক নদভী, মহাপরিচালক, জামেয়া দারুল মা'আরিফ, চট্টগ্রাম।

৩. মাওলানা আবদুল হালিম বোখারী, মহাপরিচালক, পটিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

৪. মাওলানা আনোয়ার শাহ, মুহতামিম, জামেয়া ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ।

৫. মাওলানা আব্দুল বাসেত বরকতপুরি, শায়খুল হাদীস, দক্ষিণকাছ হোসাইনিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, খাদিমনগর, সিলেট।

৬. মাওলানা আবদুল কুদ্দুস, মুহতামিম, ফরিদাবাদ মাদরাসা, ঢাকা।

৭. মুফতি এনামুল হক, সিনিয়র মোহাদ্দিস, ইসলামিক রিসার্স সেন্টার, বসুন্ধরা, ঢাকা।

৮. মাওলানা ইমদাদুল্লাহ কাশেমী, প্রিন্সিপাল, জামিয়া মাদানীয়া মাদরাসা, খুলনা।

সদস্য-সচিব

৯. মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন, মহাপরিচালক, গওহরডাঙ্গা মাদরাসা, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদরাসা অনুবিভাগ এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১. কমিটি "বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩" এর খসড়াটি পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ পেশ করবে।

২. উক্ত কমিটি প্রযোজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩. কমিটি আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন/সুপারিশমালা সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করবে।

জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ অক্টোবর ২০১৬

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১১৬.২০১৬-৬৮৩**—যেহেতু ডাঃ মোঃ শামীম-উজ-জামান (১২৯১৮১), মেডিকেল অফিসার (এ্যানেসথেসিয়া), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দাকোপ, খুলনা আমলী আদালত (ঘাটাইল ও বাশাইল), টাংগাইল এর সিআর মামলা নং-১৭৭/২০১৬ মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে গত ১১-০৮-২০১৬ তারিখে জেলহাজতে প্রেরিত হন;

যেহেতু, বি.এস.আর. পার্ট-১, এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে অথবা দেনার দায়ে আটক সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ/জেলহাজতে প্রেরণের তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত বলে বিবেচিত হবেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ শামীম-উজ-জামান (১২৯১৮১), মেডিকেল অফিসার (এ্যানেসথেসিয়া), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দাকোপ, খুলনাকে বি.এস.আর. পার্ট-১, এর ৭৩নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ১১-০৮-২০১৬ তারিখ থেকে সরকারি চাকুরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল;

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

আদেশ

তারিখ, ১৮ আশ্বিন ১৪২৩/০৩ অক্টোবর ২০১৬

নং **৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৬৩.২০১১-৬৯৭**—যেহেতু ডাঃ তৈয়বা সুলতানা (১০১১১০০), সহকারী সার্জন, বোয়ালমারী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বোয়ালমারী, ফরিদপুর গত ০৫-০১-২০০৯ তারিখ হতে 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত' থাকায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩ (বি) ধারা মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১০-০১-২০১২ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৬৩.২০১১-৪২ নং স্মারকে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না এ র্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবক ১৪-০৯-২০১৫ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.২৬৩.২০১১-৫৯৮ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় ;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয় ;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার বিষয়ে ১০-০৮-২০১৬ তারিখের ৮০.১০৭.০৩৪.০০.০০.০২৩.২০১৬-২১৫ নং স্মারকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে ;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৮-০৯-২০১৬ তারিখে সদয় অনুমোদন করেছেন ;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ তৈয়বা সুলতানা (১০১১১০০), সহকারী সার্জন, বোয়ালমারী ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বোয়ালমারী, ফরিদপুরকে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৫-০১-২০০৯ খ্রিঃ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।